

তারিখ ... 28 Feb 1990.

পৃষ্ঠা

শিক্ষকদের যুক্ত করার সিদ্ধান্ত

(প্রথম পৃঃ পর)

মপাক ও হাদিস শরীফে যেসব নির্দেশ রয়েছে তা জনগণের মধ্যে পুস্তকাকারে বন্টন করা হবে।

বৈঠকে মহিলাদের আয়ের পথ করার কাজকর্মে উৎসাহিত করা হবে। পুঞ্জির জন্য মেয়েদের বিশেষ সুদে ঋণের ব্যবস্থা করার কথা বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হয়। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে যারা দু'স্তানের জনক-জননী তারা স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ ব্যবস্থা নেয়ার পর যদি ছেলেমেয়ে হারান তাদের জন্য একটি তহবিল গঠনের বিষয়টি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিবেচনা করে দেখবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর কার্যকর বাস্তবায়নে শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট করা হবে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত জনসংখ্যা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হবে। এবিষয়ে দেখাশোনার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ও ধর্মমন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

সরকারী কর্মচারীদেরকে তাদের পরিবারগুলোকে দু'টি করে স্তানে সীমিত রাখতে মোটিভেট করার পথ ও পছন্দ উদ্ভাবনের বিষয়ে সুপারিশ করতে সুপ্রিয় কমান্ডারের প্রিন্সিপাল স্টোর অফিসার মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুল লতিফের নেতৃত্বে সংস্থাপন বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিনি-ধিদের নিয়ে আরও একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। যারা দু'টি স্তানের মধ্যে পারিবারিক সীমা সীমিত রাখতে ব্যর্থ হবেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্পর্কেও এই কমিটি সুপারিশ করবেন।

বৈঠকে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয় যে সরকার স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী কোন সম্পত্তির একমাত্র মেয়ে শিশুকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অগ্রাধিকারসম্পন্ন চিকিৎসা প্রদান এবং নবম শ্রেণী থেকে স্নাতক উপাধি প্রাপ্তি পর্যন্ত বিনাবেতনে শিক্ষাদান করবেন। বিষয়-টির উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত প্রণয়নের পর গ্রহণ করা হবে।

বৈঠকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকল ডাক্তারকে জড়িত করার এবং প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজকে তাদের নিজ নিজ এলাকার জন্য নির্দিষ্ট মায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটা মনে করা হয় যে মেডিক্যাল ছাত্রদের এজন্য জড়িত করা যেতে পারে। জটিল স্ত্রীরোগ ও গর্ভনিরোধের ঘটনাগুলো পেশ করার জন্য প্রত্যেক জেলায় সিভিল সার্জনের অধীনে একটি স্ত্রীরোগ সেল সৃষ্টি করা হবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে সরকার সমাজকল্যাণ বিভাগের সঙ্গে

মিলিতভাবে জেলাসমূহে ইউনিয়ন পর্যায়ে এনজিওদের স্বাভাবিক তৎপরতার সুযোগের বাইরে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে হেজা সার্ভিসের জন্য এনজিওকে পুরষ্কার করতে পারেন।

উপজেলা পর্যায় এবং ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার সংস্থার উদ্যোগে পরিবার পরিকল্পনা মেলার আয়োজন করা হবে। সরকার খাসজমি বিতরণ এবং গুরুগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য ক্ষুদ্র পরিবারকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন।

৫৪